ইত্তেফাক

07E

তারিখ 19/1/80
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৮৬

ঠাঁই নাই

প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সংকট অন্যান্য বছর অপেক্ষা এ বছর অনেক বেশী। গ্রামাঞ্চলে স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীতে ফিরাইয়া নেওয়া হইতেছে। শহরাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাত ধরিয়া অভিভাবকেরা স্কুলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। উল্লেখযোগ্য, গ্রামাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল হইতে ফিরাইয়া নেওয়ার প্রধান কারণ অভিভাবকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। উচ্চমূল্য দিয়া শিশুপাঠ্য বই ক্রয়ের মত অর্থ তাঁহাদের নাই। অন্যদিকে শহরের অভিভাবকেরা যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইতে মুক্ত, তাহা নয়। তবে তাঁহাদের অধিকাংশ সচেতন বিধায় তাঁহারা শত দুরবস্থা সত্ত্বেও সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে দৃঢ়চিত্ত। তাই তাঁহারা শুধু সন্তানদের কল্যাণের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নতমানসম্পন্ন স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তি করিতে প্রাণপণ চেষ্টিত। এমনকি এ জন্য তদ্বির-তদবির করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নন। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, গ্রামের ন্যায় শহরের স্কুলগুলির শিক্ষার মান পড়িয়া যাওয়ায় উচ্চ মানসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা একান্ত সীমিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য সে স্কুলগুলিতেও 'ঠাঁই নাই' অবস্থা বিরাজ করিতেছে।

ঘটনাদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জনশিক্ষা পরিদপ্তর শিক্ষার নামে শুধু বিদ্যালয় অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের দায়িত্বটুকুই পালন করিয়া যাইতেছে। তা না হইলে শিক্ষা বিভাগে অন্ততঃ ন্যূনতম শৃংখলা ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হইতে পারিত।

বলাবাহুল্য, সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ ও বিভাগের পরিচালকদের দায়িত্বহীনতার দরুন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা। বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন অভিভাবকের সন্তানদের অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়। তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে কিণ্ডারগার্টেনে এবং কিণ্ডারগার্টেন হইতে বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ঘোরাঘুরি করেন। রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার প্রেক্ষিতে যেখানে বিদ্যালয় বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য, সেখানে বিদ্যালয় বৃদ্ধি দূরে থাকুক বর্তমান বিদ্যালয়গুলি যাহাতে ভালোভাবে চলিতে পারে, শিক্ষকরা বেতন পাইতে পারেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামান কিছুটা উন্নত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাটুকুও যেন তাহারা করিতে নারাজ। অথচ তাহারা গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণাও দিয়া বেড়াইতেছেন। টেক্সট বুক বোর্ডের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, দেশে কমবেশী প্রথম শ্রেণীতে ৪০ লক্ষ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ লক্ষ, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৫ লক্ষ এবং এইভাবে দশম শ্রেণীতে মাত্র দেড় লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। এই হার সরকারকে বিচলিত করে কিনা জানি না। তবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাহারা সচেতন তাঁহারা এ তথ্যে বিচলিত না হইয়া পারেন না। এ অবস্থা চলিতে থাকিলে এমন দিন দূরে নয়, যেদিন শিক্ষার পশ্চাৎপদতা দেশকে গ্রাস করিবে। এ অবস্থা হইতে দেশরক্ষা করার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী হইলে আমরা মনে করি কালবিলম্ব না করিয়া দেশের শিক্ষা অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে শীঘ্রই সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাই হউক আর মাধ্যমিক শিক্ষাই হউক এর পথে যে বাধা রহিয়াছে তাহা দূর করিয়া সকলের জন্য সমশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নিবেন।